দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 29 JUN 1996 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

83

টঙ্গী সরকারি কলেজে স্থানাভাব তীব্র আকার ধারণ করেছে

টঙ্গী, ২৮শে জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– তিনলাখ জনসাধারণ অধ্যুষিত দেশের বৃহত্তম শিল্প শহর টঙ্গীর একমাত্র উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টঙ্গী সরকারী কলেজ দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যায় ডুবে রয়েছে।

১৯৭২ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৮৮ সালে সরকারিকরণ করা হয়। কিন্তু চাহিদানুসারে এর উন্নয়ন তেমনটি হয়নি। সরকারিকরণের পর কলেজ অফিস ভবন পাকা করা হয়েছে এবং দুটি পাকা ভবন তৈরি করা হয়েছে।

কলেজে মাত্র পাঁচশ'র মতো ছাত্র–ছাত্রীর স্থান সংকুলান হয়, কিন্তু কলেজে বর্তমানে ছাত্র–ছাত্রী সংখ্যা প্রায় চার হাজার।

শ্রেণী কক্ষের অভাবে ক্লাশ চালানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রয়োজনীয় আসনের ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি বেঞ্চে ছয়/সাত জন ছাত্রছাত্রীকে বসতে হয় পাঠ গ্রহণকরতে।

বেঞ্চে বসাকে কেন্দ্র করে এখানে ঝগড়া প্রায়ই লেগে থাকে। এ ব্যাপারে বহবার ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে। আহত হয়েছে ছাত্র। বন্ধ হয়েছে কলেজ। স্থান সংকুলান না হবার কারণে কলেজের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য নিকটস্থ দু'তিনটি বিদ্যালয়কে ব্যবহার করতে হয় সব সময়। ফলে কলেজ সংলগ্ন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের ক্লাশ বন্ধ রেখে ছাত্র–ছাত্রীদের ছুটি দিতে হয়।

টঙ্গী সরকারি কলেজে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, কিন্তু শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না। বাড়ছে না অন্য সুযোগ–সুবিধা। শিক্ষকের অপ্রতুল্যতার জন্য ক্লাশ চালানোসহ পরীক্ষা চালানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলেজে প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষসহ, নেই বিজ্ঞান সরঞ্জাম, খেলাধুলা সামগ্রী, আসবাবপত্র ও বই পুস্তক।

পাঠাগার ও বইয়ের সমস্যা এখানে দীর্ঘ দিনের। কলেজ সংলগ্ন টঙ্গী পৌর পাবলিক লাইব্রেরিটি কলেজের কোন কাজে আসে না। সেখানে নেই কোন রেফারেন্স বই। কিছু গল্পের বই নিয়েই লাইব্রেরিটি চলছে কোনরকমে।

কলেজের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে প্রয়োজনীয় জমি। কলেজের নিজস্ব কোন মাঠ নেই বললেই চলে। একচিলতে জমির ওপর অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে টঙ্গী সরকারি কলেজ। বর্তমানে নির্মাণাধীন টঙ্গী ষ্টেডিয়াম মাঠটি কলেজের মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ষ্টেডিয়াম মাঠটির সামনে বিশাল একটি ফটক নির্মাণ করে সেটি কলেজের সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই জমির মালিকানা সম্পর্কিত ব্যাপারটি এখনো বিতর্কিত রয়ে গেছে। অথচ জমি নিয়ে আদমজী অর্থাৎ জুট মিলস্ করপোরেশন, টঙ্গী পৌরসভা ও কলেজের মধ্যে দখলি টানা হেঁচড়া চলছে। জমিটি টঙ্গী সরকারি কলেজকে স্থায়ীভাবে প্রদান না করায় সেখানে কোন ভবন নির্মাণ করারও পরিকল্পনা হাতে নেয়া যাচ্ছে না। জমিটি কলেজকে দেবার দাবি এলাকাবাসী করে আসছে। টঙ্গী সরকারি কলেজকে অব্যবহৃত এই জমিটি প্রদান করা হলে কলেজের সমস্যা দূরীকরণে সহায়ক হবে।

বর্তমানে ষ্টেডিয়াম মাঠটি পানিতে ডুবে থাকে প্রায় বছরের অর্ধেক সময়। ফলে কোন কাজেই লাগে না তা। টঙ্গী সরকারি কলেজকে উন্নত ও প্রশস্ত করা এখন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। টঙ্গীর একমাত্র কলেজ হিসেবে যেসব ছাত্রছাত্রীর ভর্তির সুযোগ–সুবিধা পাবার কথা এখানে তা বাস্তব কারণে সম্ভব হচ্ছে না। গত বছর থেকে একটি নিয়ম প্রবর্তন করে শুধু প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণদের ভর্তির সুযোগ দিয়ে এখানে ভর্তির চাপ কিছুটা কমানো হয়েছে।

টঙ্গীতে আর কোন কলেজ না থাকায় টঙ্গী সরকারি কলেজের অতিরিক্ত ভর্তির চাপ পড়ে। এলাকাবাসী অবিলম্বে কলেজের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন দাবি করেছেন।